যুগান্তর

তারিখ 14 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ফতুল্লায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও অক্ষরজ্ঞানহীন নারী-পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানো 'স্বপ্নডানা' স্কুল

# চানমারীর 'স্বপ্নডানা' স্কুল বন্ধের পথে

## বস্তির সেই মাদকসেবীদের উৎপাত

**আলামিন প্রধান,** *ফতুল্লা*

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও অক্ষরজ্ঞানহীন নারী-পুরুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানো 'স্বপ্নডানা' স্কুলের চারপাশে ফের মাদক ব্যবসায়ীরা শিস দিয়ে মাদক বিক্রি শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-সার্বিক গাউছুল আজম অন্যত্র বদলি হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় বন্ধের পথে। দিন দিন কমে যাচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। বন্ধ হয়ে গেছে নারীদের বেত, পুঁতি, ব্লক, বাটিক, মোম তৈরির প্রশিক্ষণ। সরেজমিন জানা যায়, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড সংলগ্ন ফতুল্লার চানমারী বস্তিতে একসময় প্রকাশ্যে শিস দিয়ে মাদক বিক্রি হতো। সেই বস্তি থেকে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বড় বড় তিনটি মাদক স্পট উচ্ছেদ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও অক্ষরজ্ঞানহীন নারী-পুরুষের জন্য তৎকালীন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা গাউছুল আজম তৈরি করেন 'স্বপ্নডানা' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এতে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সহযোগিতায় স্থাপিত স্কুলটি পাল্টে দিয়েছে গোটা চানমারী বস্তির চিত্র।

পরে ২০১৫ সালের ২ অক্টোবর স্কুলটি উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জ-৫ (শহর ও বন্দর) আসনের সংসদ সদস্য ও বিকেএমইএ'র সভাপতি সেলিম ওসমান। শুরুতে ৪৫ জন শিশুকে নিয়ে পাঠদানের কার্যক্রম শুরু হলেও ধীরে ধীরে কলেবর বাড়তে থাকে সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নডানা' প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিদ্যালয়ে। বর্তমানে স্কুলটিতে ২৫০ শিক্ষার্থী থাকলে ক্লাসে অংশ নেয় ১৫০ জন। আর ১৪০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন নারী-পুরুষ থাকলেও বর্তমানে ক্লাস করেন ৩০-৩৫ জন। এছাড়া শিক্ষকের সংখ্যা কমে এখন ৯ জন রয়েছে।

স্কুলটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা রাশেদুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, অর্থ সংকটের কারণে স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। একইসঙ্গে প্রশাসনিক নজরদারি না থাকায় চানমারী বস্তির সেই পুরানো মাদক ব্যবসায়ীরা ফিরে এসেছে।

তিনি আরও জানান, স্কুলের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কায়ুম নামে এক প্রহরী রয়েছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গাউছুল আজম স্যার থাকতে তিনি মাসে একটি সম্মানী পেতেন। ৬ মাস হয়েছে স্যার নারায়ণগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে র‍্যাবের আইন কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এরপর থেকে কায়ুম কোনো সম্মানী পায় না। বিনা বেতনে স্কুলটি পাহারা দিচ্ছে কায়ুম। এছাড়া শিক্ষার্থীদের সেবায় ৪ জন বুয়া ছিল। বেতন-ভাতা না থাকায় তারা চলে গেছে। সেই বুয়াদের কাজও কায়ুম করছে। স্থানীয়রা জানান, চানমারী বস্তির সেই দুর্ধর্ষ মাদক ব্যবসায়ী বিপ্লব, হান্নান-মান্নান, মোহর আলী, রাসেল ও আলী বাহিনী ফিরে এসেছে। বিপ্লব জেলে থাকলেও তার স্ত্রী সাজু বিশাল বাহিনী দিয়ে মাদক ব্যবসা পরিচালনা করছে। এছাড়া ৬টি বাহিনীর প্রায় অর্ধশত নারী-পুরুষ ও শিশু কিশোর এখন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে শিস দিয়ে মাদক বিক্রি করছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই আগের মতোই এখন চানমারী বস্তি থেকে বিভিন্ন এলাকায় মাদক পাইকারি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কার্যালয়ের মাত্র ৫০ গজ দূরে চানমারী বস্তির সামনে প্রকাশ্যে এমন মাদক ব্যবসা পরিচালনা হচ্ছে। অথচ প্রশাসন রয়েছে রহস্যজনকভাবে নীরব। এ ব্যাপারে ফতুল্লা মডেল থানার ওসি কামাল উদ্দিন জানান, চানমারীতে যারা মাদক ব্যবসা করে তারা কৌশলী। পুলিশের উপস্থিতি টের পেলেই পালিয়ে যায়। মাদক প্রতিরোধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার করা হয়। চানমারীতেও মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

**স্কুলটি এখনও যেভাবে সাজানো রয়েছে :** স্কুলটির প্রবেশ মুখের বামপাশে একটি বসার জায়গা করা হয়েছে যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে অসহায়দের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। ডানপাশে স্থাপন করা হয়েছে দোলনচাঁপা বুটিক হাউস। এ হাউসে বস্তি এলাকার শতাধিক নারী হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বল্প পুঁজিতে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। এর কার্যক্রম এখন বন্ধ। ভেতরের দুটি কক্ষে স্কুলে শিক্ষা নিতো প্রায় ২৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশু। স্কুল ঘরের ভেতরে রয়েছে একটি কম্পিউটার কক্ষ। স্কুলের সবগুলো কক্ষ ও আশপাশের এলাকায় বসানো হয়েছিল ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা। বর্তমানে অধিকাংশ ক্যামেরা বন্ধ রয়েছে।